চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

বৈশ্বিক অতিমারির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনকে সামনে নিয়ে রাজস্ব প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। বৈশ্বিক করোনা অতিমারি, বিশ্ব বাণিজ্যে মন্দা ও অস্থিতিশীল বিশ্ব বাণিজ্যকে বিবেচনায় নিয়ে রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনীতির গতি বৃদ্ধির বিষয়সমূহকে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪,৭৮,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৫১ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৪,১০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.১৬%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৩৮%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০০%)। অর্থ বিভাগের আইবাস++ ডাটাবেজ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৫২,৬২৮ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৫২.৮৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.০৩ শতাংশ বেশি। এনবিআর এর হিসাব অনুযায়ী, এ সময়ে এনবিআর কর্তৃক ২,৫৯,৯৫৮ কোটি টাকার রাজস্ব আহরিত হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৪.৩৮ শতাংশ। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৮.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭,১৪,৪১৮ কোটি (জিডিপি'র ১৪.২২%) টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২,৪৫,০০০ কোটি টাকা (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৭.৬৬ শতাংশ বেশি। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে জিডিপির ৪.৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৪.৬ এবং ৪.৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণের প্রবাহের পরিমাণ হলো ৪,৯৯৭.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৪৮ শতাংশ বেশী। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শেষে বৈদেশিক দায়ের স্থিতি ৭১,১৯৪.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

সরকারের বিনিয়োগ ও ব্যয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার বিভিন্ন সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৬ সালে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের দিকে লক্ষ্য রেখে উত্তরণ পরবর্তী সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও তার আলোকে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ এবং সামগ্রিকভাবে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এনবিআর বহির্ভূত কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণেও নানাবিধ পদক্ষেপ চলমান রয়েছে।

রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৪,৭৮,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৫১ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৪,২৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৫৪%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৩৮%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৯,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০০%)। ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৪.১ -এ দেখানো হলো:

সারণি ৪.১: রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা

	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
কোটি টাকায়								
মোট রাজস্ব	২০১২১০	২৫৯৪৫৪	৩১৬৫৯৯	৩৪৮০৬৯	৩৫১৫৩২	৩৮৯০০০	৪৩৩০০০	৪৭৮০০০
কর রাজস্ব	১৭৮০৭৫	২৩২২০২	২৮৯৫৯৯	৩১৩০৬৮	৩১৬০০০	৩৪৬০০০	৩৮৮০০০	৪২৯০০০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২৩১৩৫	২৭২৫২	২৭০০০	৩৫০০২	৩৫৫৩২	৪৩০০০	৪৫০০০	৪৯০০০
জিডিপি'র শতকরা হারে								
মোট রাজস্ব	৮.৬৬	৯.৮৩	১০.৭৩	১০.৯৮	৯.৯৬	৯.৭৮	৯.৭৫	৯.৫১
কর রাজস্ব	৭.৬৬	৮.৮০	৯.৮১	৯.৮৭	৮.৯৫	৮.৭০	৮.৭৪	৮.৫৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.০০	১.০৩	০.৯১	১.১০	১.০১	১.০৮	১.০১	১.০০

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোট: ১) উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক, ২) জিডিপির ভিত্তি বছর: ২০১৫-১৬,

এনবিআর উৎস থেকে রাজস্ব আহরণ

বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় ৩,৭০,০০০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রাও একই নির্ধারণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এনবিআর-এর হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৩১,৫০২.০৫ কোটি টাকা যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৯.৬০ শতাংশ। এ সময়ে এনবিআর কতৃর্ক কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.৪৩ শতাংশ। এর মধ্যে মূল্য সংযোজন কর খাতে প্রবৃদ্ধি ১২.৯১ শতাংশ, সম্পূরক শুল্ক ৩.৮৩ শতাংশ এবং আয়কর ১০.১৮ শতাংশ। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই- মার্চ, ২৪) সাময়িক হিসেবে এনবিআর কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৫৯,৯৫৮ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার (৪,১০,০০০ কোটি টাকা) ৬৩.৪০ শতাংশ। সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.১-এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আহরণের দেখানো হলো।

সারণি ৪.২ এনবিআর কর্তৃক খাতভিত্তিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (কোটি টাকায়)

রাজস্ব আহরণের খাতসমূহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
১. আমদানি শুল্ক	২১০৬৯.১৯	২৪৩১৯.৭৮	২৪২৬৯.৫২	২৩৫৫৯.৫	৩০৪৫৫.৯১	৩৫২৭৬.৫৮	৩৩৩৯০.৫৯	২৯৫৮৯.৮১
২. মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	২৫৫৬১.০৯	২৯০৪৯.৭৮	৩১৪০০.৮৩	৩০০১৬.৬৪	৩৮২৭১.৭৮	৪৪৩২৮.৭৪	৪৯৮৭১.৭৬	৩৬১০৮.৪৯
৩. সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৭৬২৮.৮৯	৭৮৭৩.১১	৭৬৬৫.০১	৬৯৭৫.১৫	৮৪২২.১২	৯৮১৭.৮১	৯৪৬৭.১৯	৮৫৬৪.৪১
৪. রপ্তানি শুল্ক	২২.৭০	৩৫.৮৮	৫৫.২৪	১.০৩	০.৬০	০.৬৭	২.৮১	০.০৩
উপ মোট	**৫৪২৮১.৮৭**	**৬১২৭৮.৫৫**	**৬৩৩৯০.৬**	**৬০৫৫২.৩২**	**৭৭১৫০.৪১**	**৮৯৪২৩.৮০**	৯২৭৩২.৩৫	**৭৪২৬২.৭৪**
৫. আবগারি শুল্ক	১৭৯০.৫১	২০৭২.৫৯	২৩৭৩.৩৮	২২৭৯.৪	২৪১৮.১৮	৩১০২.৮৬	৮৭৬৩.১৬	৪০০০.৫২
৬. মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	৩৮২৮৭.৭৬	৪৬৭১৬.৪৫	৫৫৯৭১.১৯	৫৬০৮০.৬৯	৬৩৭৮৬.৭৭	৭২৬০৬.৪৫	৮২১৬৫.১৩	৬৮৪৭৭.২৫
৭. সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	২৩৪৮১.৭০	২৯৯০২.৭৪	২৮৮১৪.৫৩	২৫৪৭১.১২	৩০০৪৭.৭৩	৩১২৩৪.৪৫	৩৩১৫৮.২২	২৭৫৬৯.১২
৮. টার্ন ওভার ট্যাক্স	২.৪৫	২.১৯	২.৫৩	১.১	১.৪৫	০.৬৩	১৩.২	০.৩৮
৯. অন্যান্য (স্থানীয় পর্যায়ে)	-	-	১৮.২	৬৩৪.৬৯	১২৫৩.০৯	১৪৭৩.৮৪	১৩২৩.৩	৭৪৬.৯৯
উপ মোট	**৬৩৫৬২.৪২**	**৭৮৬৯৩.৯৭**	**৮৭১৭৯.৮**	**৮৪৪৬৭**	**৯৭৫০৭.২২**	**১০৮৪১৮.২৩**	**১২৫৪২৩.০১**	**১০০৭৯৪.২০**
মোট পরোক্ষ কর	**১১৭৮৪৪.২৯**	**১৩৯৯৭২.৫২**	**১৫০৫৭০**	**১৪৫০১৯.৩২**	**১৭৪৬৫৭.৬৩**	**১৯৭৮৪২.০৩**	**২১৮১৫৫.৩৬**	**১৭৫০৫৬.৯৬**
১০. আয়কর	৫২৭৫৪.৯৩	৬১১৪৪.৫	৬৯০৭৪.৫১	৭০৫০১.৪৯	৮৪৮৮৮.২৪	১০১৪৬৫.৭৯	১১১৭৯১.৮২	৮৩২৮৪.৪২
১১. ভ্রমণ ও অন্যান্য কর/শুল্ক	১০৫৭.২২	১১৯৫.৯২	১১২৬.৬৮	৯৩০.৯৬	৩৩৫.৯৩	৮৭১.২৬	১৫৫৪.৮৭	১৬১৬.৬৪
মোট প্রত্যক্ষ কর	**৫৩৮১২.১৫**	**৬২৩৪০.৪২**	**৭০২০১.১৯**	**৭১৪৩২.৪৫**	**৮৫২২৪.১৭**	**১০২৩৩৭.০৫**	**১১৩৩৪৬.৬৯**	**৮৪৯০১.০৬**
সর্বমোট	**১৭১৬৫৬.৪৪**	**২০২৩১২.৯৪**	**২২০৭৭১.৬২**	**২১৬৪৫১.৭৭**	**২৫৯৮৮১.৮০**	**৩০০১৭৯.০৮**	**৩৩১৫০২.০৫**	**২৫৯৯৫৮.০০**
এনবিআর রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর (%)	৩১.৩৫	৩০.৮১	৩২.৫৬	৩৩.০০	৩২.৭৯	৩৪.০৯	৩৪.১৯	৩২.৬৬
এনবিআর রাজস্বে পরোক্ষ কর (%)	৬৮.৬৫	৬৯.১৯	৬৭.৪৪	৬৭.০০	৬৭.২১	৬৫.৯১	৬৫.৮১	৬৭.৩৪

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। * মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.১: খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র (%)

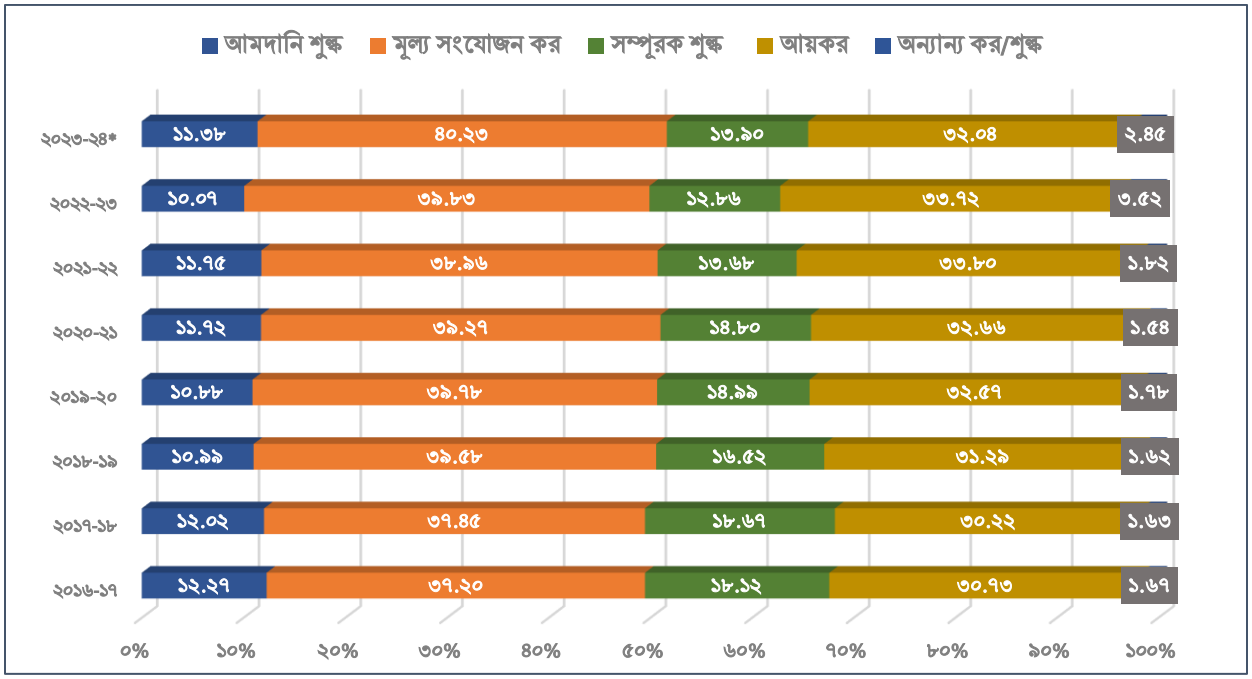

* মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত

রাজস্ব খাতে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৪.১ এ উল্লেখ করা হলো।

এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহের মধ্যে রয়েছে মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, স্ট্যাম্প বিক্রয় (নন-জুডিশিয়াল) এবং সারচার্জ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,৯৯৪ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৯.২৪ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৯,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত) এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,১১০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ২৬.৮৯ শতাংশ।

কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ

কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রধান খাতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, প্রশাসনিক ফি, সেবা বাবদ প্রাপ্তি, অবাণিজ্যিক বিক্রয় এবং কর ব্যতীত অন্যান্য রাজস্ব ও প্রাপ্তি। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৫,০০০ কোটি টাকা। এ সময়ে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮,৯৩৪ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৬.৫২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে সাময়িক হিসাবে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ২৯,১১৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার (৪৯,০০০ কোটি টাকা) ৫৯.৪২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৬৫ শতাংশ বেশি।

সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা

বিগত ২০১৯-২০ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ সম্বলিত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাব হ্রাস করা। সে লক্ষ্যে, স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজকল্যাণ, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং কর্মসংস্থান সুরক্ষার মতো খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র নির্ধারণে অতিমারির প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠার পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান অস্থিরতার প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের উপর জোর দেয়া হয়েছে। সারণি ৪.৩-এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের গতিধারা তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪.৩: সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা

কোটি টাকায়

খাত	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
(ক) পরিচালন ব্যয়	১৭৫৮৪৯	২১০৫৭৮	২৬৬৯২৬	২৯৫২৮০	৩২৩৬৮৮	৩৬৬৬২৭	৪১৪২৮৩	৪৫৩২২৮
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৮৮০৯০	১৫৩৬৮৮	১৭৩৪৪৯	২০২৩৪৯	২০৮০২৫	২২১৯৪৮	২৪১৬০৭	২৬০০০৭
(গ) অন্যান্য ব্যয়	৫৫৬০	৭২২৯	২১৬৬	৩৯৪৮	৭২৭০	৪৯২৫	৪৬১৭	১১৮৩
মোট ব্যয় (ক+খ+গ)	২৬৯৪৯৯	৩৭১৪৯৫	৪৪২৫৪১	৫০১৫৭৭	৫৩৮৯৮৩	৫৯৩৫০০	৬৬০৫০৭	৭১৪৪১৮
জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (%)								
(ক) পরিচালন ব্যয়	৭.৫৭	৭.৯৮	৯.০৪	৯.৩১	৯.১৭	৯.২৩	৯.৩৩	৯.০২
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	৩.৭৯	৫.৮২	৫.৮৮	৬.৩৮	৫.৮৯	৫.৫৯	৫.৪৪	৫.১৭
(গ) অন্যান্য ব্যয়	০.২৪	০.২৭	০.০৭	০.১২	০.২১	০.১২	০.১০	০.০২
মোট ব্যয় (ক+খ+গ)	১১.৫৯	১৪.০৮	১৪.৯৯	১৫.৮২	১৫.২৭	১৪.৯৩	১৪.৮৭	১৪.২১

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোট: ১) উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

২) উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

৩) জিডিপির ভিত্তি বছর: ২০১৫-১৬।

পরিচালন ব্যয়

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে পরিচালন ব্যয় বাবদ ৪,১৪,২৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। তন্মধ্যে আবর্তক ব্যয় ৩,৯০,০৮৫ কোটি টাকা (৯৪.১৬%) এবং মূলধন ব্যয় ২৪,১৯৮ কোটি টাকা (৫.৮৪%)। পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাতে বরাদ্দ: বেতন ও ভাতাদি ১৭.৬৬ শতাংশ, পণ্য ও সেবা ৯.৪৩ শতাংশ, সুদ পরিশোধ ২১.৭৩ শতাংশ (এর মধ্যে বৈদেশিক ঋণের সুদ ২.২৫ শতাংশ) এবং ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং চলতি স্থানান্তর ৪৪.৮২ শতাংশ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট পরিচালন ব্যয় ৪,৫৩,২২৮ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ৯.৪০ শতাংশ বেশি। পরিচালন ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খাতের বরাদ্দ: বেতন ও ভাতাদি ১৭.১৯ শতাংশ, পণ্য ও সেবা ৯.৮৮, সুদ পরিশোধ ২৩.২৩ শতাংশ, যার মধ্যে বৈদেশিক সুদ পরিশোধ ৩.৪৯ শতাংশ এবং ভর্তুকি ও প্রণোদনা এবং চলতি হস্তান্তর ৪৪.৭৬ শতাংশ। লেখচিত্র ৪.২-এ বিগত ৪ বছরের পরিচালন ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৪.২: পরিচালন ব্যয় বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র (কোটি টাকায়)

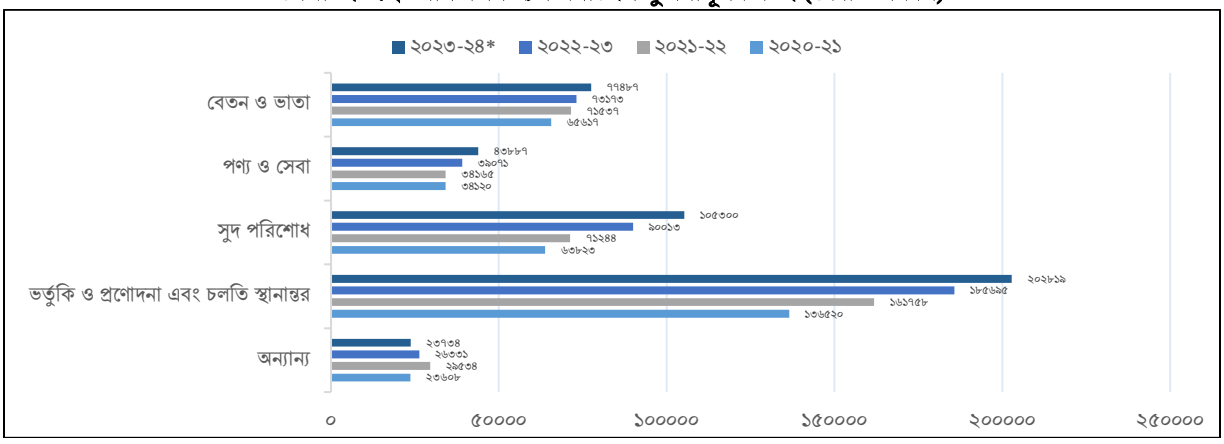

নোট: অন্যান্য এর মধ্যে রয়েছে থোক, সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কাজ, শেয়ার ও ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক আর্থিক সম্পদ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি'র আকার ২,৬৩,০০০ কোটি টাকা, এর মধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১,৬৯,০০০ কোটি টাকা (৬৪.২৬%) ও প্রকল্প সাহায্য ৯৪,০০০ কোটি টাকা (৩৫.৭৪%)। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা ১,২৫০টি (বিনিয়োগ প্রকল্প-১১৪৫টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প-৮৩টি, সমীক্ষা প্রকল্প-২২টি)। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র বরাদ্দ ২,৪৫,০০০ কোটি টাকা এর মধ্যে জিওবি খাতে বরাদ্দ ১,৬১,৫০০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৬৫.৯১%) ও প্রকল্প সাহায্য ৮৩,৫০০ কোটি টাকা (৩৪.০৮%)। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা ১,৪৯৬টি (বিনিয়োগ প্রকল্প-১৩৪৫টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প-১১৫টি, সমীক্ষা প্রকল্প-৩৬টি)। সারণি-৪.৪-এ ২০১৬-১৭ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মূল ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও ব্যয় (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত) দেখানো হলো:

সারণি ৪.৪: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা (মূল এডিপি)	এডিপি বরাদ্দ			প্রকল্প সংখ্যা (আরএডিপি)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয় (সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ব্যয় %)		
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট (%)	টাকা (%)	প্রঃ সাঃ (%)
২০১৬-১৭	১১২৩	১১০৭০০	৭০৭০০	৪০০০০	১৪১৫	১১০৭০০	৭৭৭০০	৩৩০০০	১০০৮৪০ (৯১%)	৭২৪১০ (৯৩%)	২৮৪৩০ (৮৬%)
২০১৭-১৮	১১৯২	১৫৩৩৩১	৯৬৩৩১	৫৭০০০	১৫৫১	১৪৮৩৮১	৯৬৩৩১	৫২০৫০	১৪১৪৯২ (৯৫%)	৮৯১৫৫ (৯৩%)	৫২৩৩৭ (১০০%)
২০১৮-১৯	১৪৫১	১৭৩০০০	১১৩০০০	৬০০০০	১৭৮৫	১৬৭০০০	১১৬০০০	৫১০০০	১৫৮২৬৯ (৯৫%)	১১১১৬৫ (৯৬%)	৪৭১০৪ (৯২%)
২০১৯-২০	১৫৬৪	২০২৭২১	১৩০৯২১	৭১৮০০	১৭৪৮	১৯২৯২১	১৩০৯২১	৬২০০০	১৫৫৬৯৮ (৮০%)	১০৮১৭২ (৮৩%)	৪৭৫২৬ (৭৭%)
২০২০-২১	১৫১৭	২০৫১৪৫	১৩৪৬৪৩	৭০৫০২	১৮০৯	১৯৭৬৪৩	১৩৪৬৪৩	৬৩০০০	১৬৪৪৮২ (৮৩%)	১১১৯৬৬ (৮৩%)	৫২৫১৬ (৮৩%)
২০২১-২২	১৪৪৪	২২৫৩২৪	১৩৭৩০০	৮৮০২৪	১৮৩৬	২০৯৯৭৭	১৩৭৩০০	৭২৬৭৭	১৯৩৮০৭ (৯২%)	১২৬৪৬৮ (৯২%)	৬৭৩৩৯ (৯৩%)
২০২২-২৩	১৪৪১	২৪৬০৬৬	১৫৩০৬৬	৯৩০০০	১৫২৫	২২৭৫৬৬	১৫৩০৬৬	৭৪৫০০	১,৯২,৯৬৪ (৮৪.৭৯%)	১,২৫,৬৮২ (৮২.১১%)	৬৭,২৮২ (৯০.৩১%)
২০২৩-২৪*	১২৫০	২৬৩০০০	১৬৯০০০	৯৪০০০	১৪৯৬	২৪৫০০০	১৬১৫০০	৮৩৫০০	৮১,৯১০ (৩৩.৪৩%)	৪৯,৮০৪ (২৯.৪৭%)	৩২,১০৫ (৩৪.১৫%)

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি। নোট: সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত (* ব্যয় ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ

সারণি ৪.৫-এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর অর্থবছর পর্যন্ত এডিপিতে সেক্টরভিত্তিক বরাদ্দের ধারায় এডিপি'র ১৭টি সেক্টরের মধ্যে পরিবহন, বিদ্যুৎ; ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন, শিক্ষা ও ধর্ম, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর, বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, পানি সম্পদ ও শিল্প সেক্টরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত পরিবহন সেক্টর যা মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ২৫.৪৪ শতাংশ। বিগত বছরসমূহে এডিপিতে পরিবহন সেক্টরে ক্রমান্বয়ে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। সরকার পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নেও সচেষ্ট। শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ বরাদ্দ ২৩,৩৮৯.৮০ কোটি টাকা, যা মোট এডিপি বরাদ্দের ১১.৪০ শতাংশ। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ বরাদ্দ ১৩,০৩২.৬০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৬.৩৫ শতাংশ। একইভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টরে উন্নয়ন/বিনিয়োগ বরাদ্দ ১৫,৫৫৪.৮২ কোটি টাকা, যা মোট এডিপি'র ৭.৫৮ শতাংশ।

সারণি ৪.৫: সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র
(২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০		২০২০-২১	
সেক্টর	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**
১. কৃষি	৫০৪১.০১	৪.৫৫	৬০০৬	৩.৯২	৭০৭৬.২২	৪.০৯	৭৬১৫.৯৩	৩.৭৬	৮৩৬৭.৯০	৪.০৮
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৯১০৭.৭৭	৮.২৩	১৩১৫৪.৮৪	৮.৫৮	১৬৬৯০.৩০	৯.৬৫	১৫১৫৭.৪০	৭.৪৮	১৫৫৫৪.৮২	৭.৫৮
৩. পানি সম্পদ	৩৩৭৮.৩৭	৩.০৫	৪০৩৫	২.৬৩	৪৫৯২.৭৮	২.৬৫	৫৬৫২.৯০	২.৭৯	৫৫২৭.৩৭	২.৬৯
৪. শিল্প	২১২৫.৫০	১.৯২	২০২৪.৯৫	১.৩২	২০৭১.২২	১.২০	৩৩৬১.০৩	১.৬৬	৩৭৫৪.৭৪	১.৮৩
৫. বিদ্যুৎ	১৩০৬৪.৫৩	১১.৮০	১৮৮৫৮.৮৩	১২.৩০	২২৯৩০.২০	১৩.২৫	২৬০১৭.১৩	১২.৮৩	২৪৮০৩.৯৩	১২.০৯
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১৯১১.০০	১.৭৩	২১১১.২৯	১.৩৮	১৮১৯.৯১	১.০৫	১৯১৫.৮৫	০.৯৫	১৮৩৫.৬২	০.৮৯
৭. পরিবহন	২৮৬০২.৯৬	২৫.৮৪	৪১০৫৩.৫০	২৬.৭৭	৪৫৪৪৯.৮৭	২৬.২৭	৫২৮০৫.৬৯	২৬.০৫	৫২১৮৩.৪৩	২৫.৪৪
৮. যোগাযোগ	১৬১৯.১০	১.৪৬	১৬৫৫.৩৬	১.০৮	২৬২৯.০১	১.৫২	৩২৮৪.৩৯	১.৬২	২৫৭৩.৭৬	১.২৫
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	১৩৩৯১.৬৩	১২.১০	১৪৯৪৯.৭২	৯.৭৫	১৭৮৮৯.৯৫	১০.৩৪	২৪৩২৪.২৩	১২.০০	২৫৭৯৪.৮৭	১২.৫৭
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	১৪৪৫৭.৩৯	১৩.০৬	১৬৬৭৩.৩১	১০.৮৭	১৬৬২০.৩৩	৯.৬১	২১৩৭৯.১২	১০.৫৫	২৩৩৮৯.৮০	১১.৪০
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৩৭৪.১৬	০.৩৪	৪২৬.৭৫	০.২৮	৫৪৬.২৪	০.৩২	৫২০.৩২	০.২৬	৫১৮.৫৪	০.২৫
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৬৯৭৯.২৩	৬.৩০	১০২০১.৩৭	৬.৬৫	১১৯০৫.০৭	৬.৮৮	১৩০৫৫.৪৭	৬.৪৪	১৩০৩২.৬০	৬.৩৫
১৩. গণসংযোগ	১৭৩.৩০	০.১৬	৫২৪.২২	০.৩৪	৫২২.০৭	০.৩০	২৮৫.২৬	০.১৪	২৬২.৫৬	০.১৩
১৪.সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৫৬৫.৪৪	০.৫১	৫৫২.৬৩	০.৩৬	৭৮৪.১৬	০.৪৫	৮৪৮.৯৮	০.৪২	৯৩০.০৫	০.৪৫
১৫. জন প্রশাসন	৩০৪৮.৪৫	২.৭৫	২৭২৬.৬৩	১.৭৮	৩৩৬১.৯৮	১.৯৪	৫০২৩.৮৮	২.৪৮	৪০৬২.৬৭	১.৯৮
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৩৩৯৩.৯১	৩.০৭	১৪৪৫০.৩২	৯.৪২	১৪২১০.৭৩	৮.২১	১৭৫৪১.২৬	৮.৬৫	১৮৪৪৭.৫৭	৮.৯৯
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৪৮৯.২৮	০.৪৪	৫৮০.৭০	০.৩৮	৪৩৩.০৫	০.২৫	৪৯৯.১৭	০.২৫	৫৭৪.৫৬	০.২৮
থোক/বরাদ্দ	**১০৭৭২৩**	**৯৭.৩১**	**১৪৯৯৮৫**	**৯৭.৮২**	**১৬৯৫৩৩**	**৯৮**	**১৯৯২৮৮**	**৯৮.৩১**	**২০১৬১৫**	**৯৮.২৮**
সর্বমোট বরাদ্দ	**১১০৭০০**	**১০০**	**১৫৩৩৩১.২৫**	**১০০**	**১৭৩০০০**	**১০০**	**২০২৭২১**	**১০০**	**২০৫১৪৪.৭৯**	**১০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে অটোমেশন করার জন্য ADP/RADP Management System (AMS) শীর্ষক ওয়েববেইজ পদ্ধতি ২০২০-২১ অর্থবছর হতে প্রচলন করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এডিপি'র সেক্টর বিভাজন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এডিপি'র ১৭টি সেক্টরের পরিবর্তে ১৫টি সেক্টরে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৩টি খাত হলো- পরিবহন ও যোগাযোগ (২৮.২৩%), বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (১৭.৩৪%) এবং গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি (১০.১৯%)। অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত পরিবহন ও যোগাযোগ (২৮.১৫%), বিদ্যুৎ ও জ্বালানি (১৮.৫৭%) এবং শিক্ষা (১০.৮৮%) উল্লেখযোগ্য। সারণি ৪.৬-এ ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি'র খাতওয়ারি বিভাজনের চিত্র দেখানো হলো:

সারণি ৪.৬: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র
(অর্থবছর: ২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪)

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	সেক্টর	অর্থবছর ২০২১-২২		অর্থবছর ২০২২-২৩		অর্থবছর ২০২৩-২৪	
				বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
১	সাধারণ সরকারি সেবা	৩০৩৬.৪৬	১.২৮	২৯২১.২৬	১.১৪	২১৬৬.৯০	০.৭৯
২	প্রতিরক্ষা	৯৮৮.১১	০.৪২	১২৭০.০৫	০.৫০	১০১০.৭০	০.৩৭
৩	জন শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা	৩২০৪.৯৮	১.৩৫	৩৬০৯.৭৭	১.৪১	৩৪৩৬.২৮	১.২৫
৪	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	৭৪৯৯.১৫	৩.১৭	৬৯৮২.১৪	২.৭৩	৭৩৮০.৭৯	২.৬৯
৫	কৃষি	৭৬৬৫.৩৭	৩.২৪	১০১৪৩.৫৭	৩.৯৬	১০৭০৭.২৫	৩.৯
৬	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৪৯৪০৮.৮৯	২০.৮৭	৪৪৩৮৮.৭৭	১৭.৩৪	৫১০১৯.৪১	১৮.৫৭
৭	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৪৯২৬.৮১	২৭.৪২	৭২২৬৯.৪৫	২৮.২৩	৭৭৩২৫.৯৭	২৮.১৫
৮	স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৪২৯৯.৮৯	৬.০৪	১৬৪৬৫.০২	৬.৪৩	১৮৮৮০.৩২	৬.৮৭
৯	পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ	৮৫২৬.২৩	৩.৬০	৯৮৫৯.২৫	৩.৮৫	৮৯৯৫.২২	৩.২৭
১০	গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	২৫৩৫১.৫৩	১০.৭১	২৬০৮৬.৬২	১০.১৯	২৮৫৬৩.১৫	১০.৪
১১	স্বাস্থ্য	১৭৩১১.৮২	৭.৩১	১৯২৭৭.৮৭	৭.৫৩	১৬২০৪.০৪	৫.৯
১২	ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন	২২১৮.৯৩	০.৯৪	২৩৭৬.৯১	০.৯৩	২২৯৮.০৩	০.৮৪
১৩	শিক্ষা	২৩১৭৭.৯৬	৯.৭৯	২৯০৮১.৩৮	১১.৩৬	২৯৮৮৯.১২	১০.৮৮
১৪	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	৩৬৭৬.৮৭	১.৫৫	৪২৩৩.৭৪	১.৬৫	৫৩৮৬.৩৬	১.৯৬
১৫.	সামাজিক সুরক্ষা	১৬৪৬.৩০	০.৭০	২৫৬৯.৭৩	১.০০	৩৩১৮.৬৬	১.২১
মোট সেক্টর বরাদ্দ		**২৩২৯৩৯.৩০**	**৯৮.৩৭**	**২৫১৬৩৪.২৭**	**৯৮.২৯**	**২৬৬৫৮৭.২০**	**৯৬.৯৩**
সর্বমোট বরাদ্দ		**২৩৬৭৯৩.০৯**	**১০০**	**২৫৬০০৩.২৭**	**১০০.০০**	**২৭৪৬৭৪.০২**	**১০০.০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ। নোট: স্ব-অর্থায়নের প্রকল্পসহ।

উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়ন-এ অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগানে কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদের যোগান ছিল ৭০.১৯ শতাংশ, পরবর্তীতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬৪.৯২ শতাংশে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান ৬৯.৪৬ শতাংশে বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী অর্থবছরে তা আবার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬৭.৮৬ শতাংশে। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান হ্রাস পেয়ে ৫৯.৩৬ শতাংশ হলেও তা ২০২১-২২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৪.৫১ শতাংশে। পরবর্তীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬১.৭১ শতাংশে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ও এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। সারণি ৪.৭-এ বিগত কয়েক বছরের এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ তুলে ধরা হলো।

সারণি ৪.৭: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ

অর্থবছর	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
এডিপি	১১০৭০০	১৪৮৩৮১	১৬৭০০০	১৯২৯২১	১৯৭৬৪৩	২০৭৫৫০	২২৭৫৬৬	২৪৫০০০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৭৭৭০০	৯৬৩৩১	১১৩৯০০	১৩০৯২০	১৩৪৬৪৩	১৩৩৮৮৬	১৪০৪২৫	১৪৬৭৬৬
এডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (%)	৭০.১৯	৬৪.৯২	৬৯.৪৬	৬৭.৮৬	৫৯.৩৬	৬৪.৫১	৬১.৭১	৫৯.৯০

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। সারণি ৪.৮-এ ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে সংশোধিত বাজেটভিত্তিক ঘাটতি এবং ঘাটতি অর্থায়নের চিত্র তুলে ধরা হলো। সারণি ৪.৯-এ অর্থ বিভাগের আইবাস++, ($iBAS^{++}$) এর তথ্য অনুযায়ী প্রকৃত বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) এবং সংযোজনী ৪.২-এ বিস্তারিত বাজেট বরাদ্দ ও প্রকৃত হিসাবের তথ্য দেয়া হয়েছে।

সারণি ৪.৮: জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(জিডিপির শতাংশ)

	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	৪.৯৯	৪.৯৮	৪.৯৫	৫.৬০	৬.০৯	৫.১২	৫.১০	৪.৭০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদানসহ)	৪.৭৬	৪.৭৮	৪.৮০	৫.৪৮	৬.২৩	৫.০৬	৫.১০	৪.৬০
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.৫৪	২.৯৩	৩.১০	৩.৫৫	৩.৮২	৩.১২	৩.১৬	২.৯২
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)	১.২২	১.৮৫	১.৭১	১.৯২	২.২৭	১.৯৮	১.৮৯	১.৭১
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদানসহ)	১.৪৬	২.০৫	১.৮৬	২.০৫	২.৪০	২.০০	১.৯৬	১.৭৮

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেটভিত্তিক। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত জিডিপি'র ভিত্তি বছর:২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জিডিপি'র ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬।

সারণি ৪.৯: প্রকৃত বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র শতকরা হারে)

অর্থবছর	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৪.৭	৪.৭	**৪.৩**	**৪.৬**	**৪.৭**	**৪.৭**

উৎস: $iBAS^{++}$ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। জিডিপির ভিত্তি বছর:২০১৫-১৬ * লক্ষ্যমাত্রা

বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) দাঁড়ায় ১,২৭,৩২২.৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ২.৮ শতাংশ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) ছিল ১,১৯,৭৯০.৬ কোটি টাকা এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ (সঞ্চয় অধিদপ্তরের স্কীমসহ) ছিল ৭৫৩১.৮ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের (নীট) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৬,১৮২.২ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের গতিধারা সারণি ৪.১০ এবং লেখচিত্র ৪.৩ এ দেখানো হলো।

সারণি-৪.১০: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০১৬-১৭	-৫২০.২	-১৭৮৮৪.৮	-১৮৪০৫.০	৫৩৬৮৯.২	৩৫২৮৪.২	১.৫
২০১৭-১৮	৯৬১৯.৩	-১২৪৮৫.৭	-২৮৬৬.৪	৪৭৪৯০.৭	৪৪৬২৪.৩	১.৭
২০১৮-১৯	৯২৯৩.০	১০৪৯৯.৫	১৯৭৯২.৫	৫৩৯০০.২	৭৩৬৯২.৭	২.৫
২০১৯-২০	৬৫৯২.১	৬৪১২২.৮	৭০৭১৪.৯	২২৯০২.২	৯৩৬১৭.১	৩.০

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০২০-২১	-২৭৬৬৯.৭	৫৩৯৭৩.৭	২৬৩০৪.১	৪৪৩৯০.৬	৭০৬৯৪.৭	২.০
২০২১-২২	৪০২১৭.৩	২৮৪৩৫.০	৬৮৬৫২.৩	২৬৯৩১.০	৯৫৫৮৩.২	২.৪
২০২২-২৩	১০০৬৩০.৪	১৯১৬০.২	১১৯৭৯০.৬	৭৫৩১.৮	১২৭৩২২.৪	২.৮
২০২৩-২৪*	-৩১৭৮৩.৩	৫৬৭৫৮.৬	২৪৯৭৫.৩	১১২০৬.৯	৩৬১৮২.২	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত। নোটঃ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি (ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬)

লেখচিত্র ৪.৩: অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) পরিমাণ

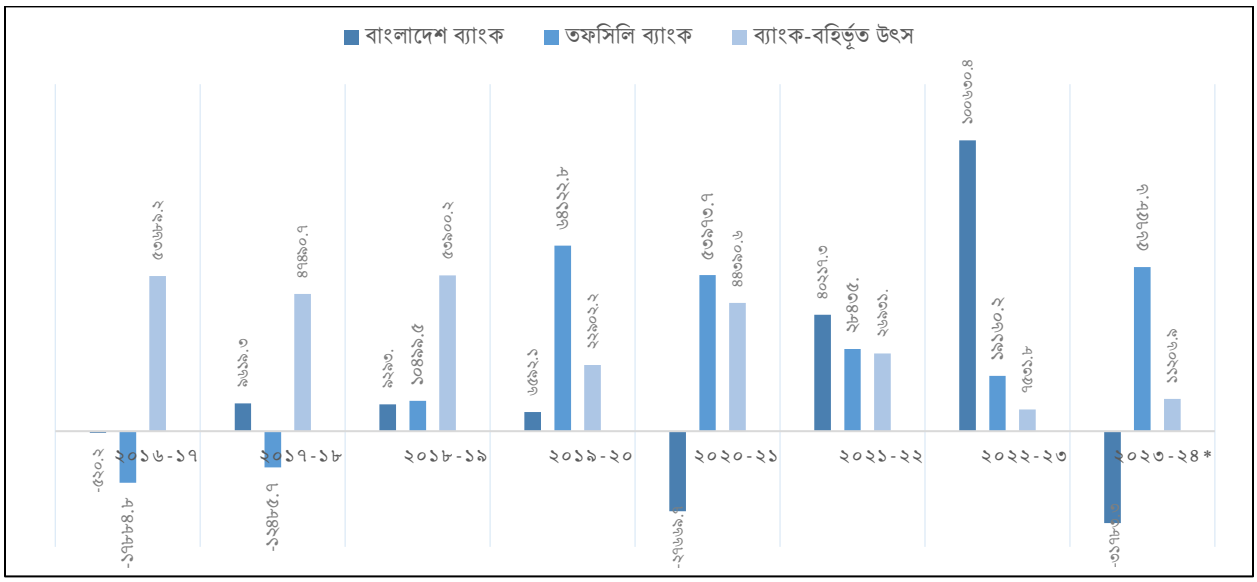

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক সহায়তা/ঋণ

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ মোট ১০০১২.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে দায় পরিশোধ ছিল ২৬৭১.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে সুদ ও আসল বাবদ বরাদ্দ যথাক্রমে ৯২৭.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১৭৪৪.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে নীট বৈদেশিক সহায়তার প্রবাহ দাঁড়িয়েছে ৭৩৪১.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,৯৯৭.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং নীট বৈদেশিক প্রবাহ দাঁড়ায় ২,৯৬৭.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক সহায়তা (ঋণ ও অনুদান) গ্রহণ এবং ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ সারণি ৪.১১-এ সন্নিবেশ করা হলো।

সারণি ৪.১১ বৈদেশিক উৎস থেকে সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
২০১৬-১৭	৪৫৯	৩২১৮	৩৬৭৭	২২৯	৮৯৪	১১২৩	২৭৮৩	২৫৫৪
২০১৭-১৮	৩৮২	৫৯৮৭	৬৩৬৯	২৯৯	১১১০	১৪০৯	৫২৫৯	৪৯৬০
২০১৮-১৯	২৭৯	৬২৬৩	৬৫৪২	৩৯১	১২০২	১৫৯৩	৫৩৪০	৪৯৪৯
২০১৯-২০	২৯৬	৭০৭৪	৭৩৮২	৪৭৭	১২৫৭	১৭৩৪	৬১২৫	৫৬৪৮
২০২০-২১	৫০৯	৭৪৪৮	৭৯৫৭	৪৯৬	১৪১৯	১৯১৫	৬৫৩৮	৬০৪২

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
২০২১-২২	৬৭৪.৭৭	১০২৯৪.৫২	১০৯৬৯.২৯	৪৯১.২৫	১৫২৬.৭১	২০১৭.৯৬	৮৬৪৬.৫৩	৮১৫৫.২৮
২০২২-২৩	৭১৮.১৮	৯২৯৪.৭১	১০০১২.৮৯	৯২৭.০৮	১৭৪৪.৬৬	২৬৭১.৭৪	৮২৬৮.২৩	৭৩৪১.১৫
২০২৩-২৪*	২২০.৯৮	৪৭৭৬.৫৪	৪৯৯৭.৫২	৮০৬	১২২৪	২০৩০	৩৭৭৩.৫২	২৯৬৭.৫২

উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত

লেখচিত্র ৪.৪: বৈদেশিক সহায়তার গতিধারা

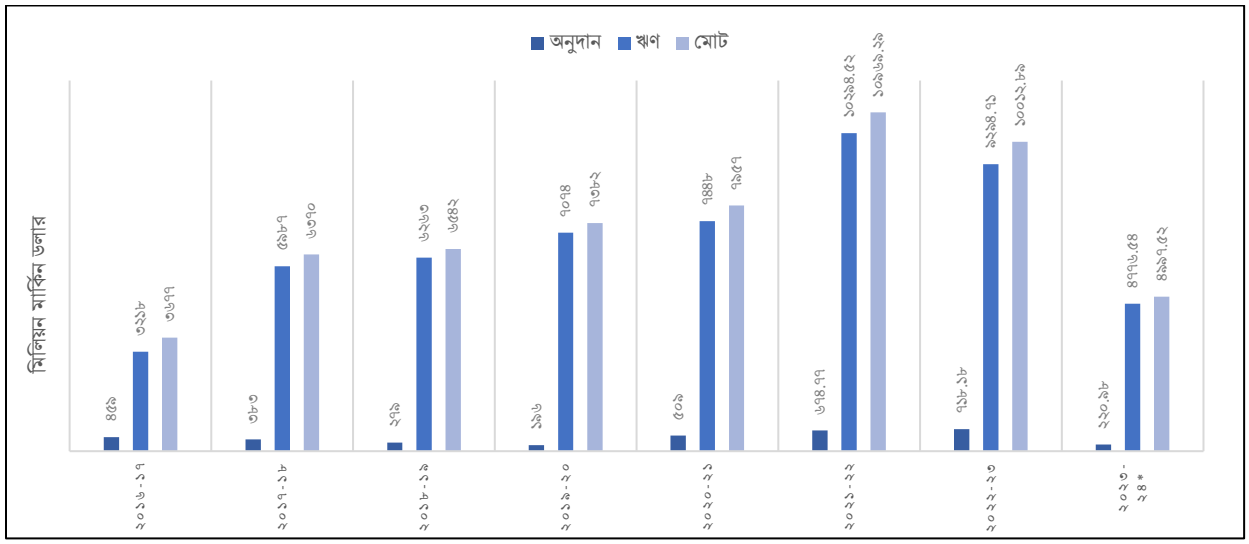

উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৪

এছাড়া, দেশের বৈদেশিক দায়ের স্থিতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে দাঁড়িয়েছে ৭১,১৯৪.৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং সরকারি সেবা ও সুযোগে জনগণের সহজ অভিগম্যতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার নানাবিধ সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার জন্য সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারের সকল আর্থিক কার্যক্রম, বিশেষত বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, হিসাব রক্ষণ, অনলাইনে বিল জমাকরণ, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি), স্বয়ংক্রিয় ব্যাংক হিসাবের সঙ্গতি বিধান ইত্যাদি কার্যক্রম (Integrated Budget and Accounting System (IBAS++) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। একইসাথে, সরকারি কোষাগারে সরকারি রাজস্ব/ফি ইত্যাদি জমাকরণের মাধ্যম হিসেবে Automated Challan (A-Challan) পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে, যার ফলে ব্যাংক কার্ড, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অথবা ক্যাশ ব্যবহার করে সহজে অনলাইনে ফি জমা করা যাচ্ছে।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম G2P (Government to Person) প্রবর্তনের মাধ্যমে ভাতাভোগীদের ভাতার অর্থ তাদের ব্যাংক/মোবাইল হিসাবে সরাসরি পাঠানো হচ্ছে। এছাড়াও সরকারি ব্যয় সাশ্রয় এবং এতে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে সকল সরকারি ব্যয় Treasury Single Account (TSA) এর আওতায় আনা হয়েছে, যার ফলে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সরকারি সহায়তা Personal Ledger একাউন্টে স্থানান্তর ও ইএফটি পদ্ধতিতে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি অবসরভোগী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ (৮.৩৬ লক্ষ) কোন ধরনের ঝামেলা ও ভোগান্তি ছাড়াই ইএফটির মাধ্যমে মাসের শুরুতেই পেনশন পাচ্ছেন। ফলে, পেনশন প্রাপ্তিতে দুর্ভোগ লাঘব এবং দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

সংযোজনী ৪.১
২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে আনীত শুল্ক-কর সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের বিবরণী

আর্থিক সংস্কার ও সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বিষয়ক:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন রাজস্ব আদায়ের সবচেয়ে বড় খাত হলো মূল্য সংযোজন কর। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৪,৩০,০০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে মূল্য সংযোজন কর খাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৫৯,১০০ কোটি টাকা যা মোট রাজস্বের ৩৭ শতাংশ। উল্লিখিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে:

(ক) Automated এবং transparent environment এ মূল্য সংযোজন কর আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি-বিধান বাস্তবায়িত হচ্ছে;

(খ) অনলাইনে মূসক নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং অনলাইনে দাখিলপত্র প্রদান ও ই-পেমেন্টর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে অনুকূল বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;

(গ) ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে Electronic Fiscal Device (EFD)/ Data Controller (SDC) স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে ফেব্রুয়ারি/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৫,৭৪১ টি EFD/SDC স্থাপন করা হয়েছে;

(ঘ) e-payment এর মাধ্যমে অনলাইনে মূসক পরিশোধ করা যায়। উল্লেখ্য যে, একক চালানে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূল্য সংযোজন কর ই-পেমেন্টের মাধ্যমে জমা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

(ঙ) যে সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার অধিক তাদের মূসক সংক্রান্ত দলিলাদি সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সাম্প্রতিকালে গৃহীত নীতি:

(ক) দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

(১) **দেশীয় শিল্পের বিকাশ:** এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, Active Pharmaceutical Ingredients, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার সামগ্রী, পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার, হোম আপ্ল্যায়েন্স (ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, ওভেন ইত্যাদি), স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ডায়াপার ইত্যাদি উৎপাদন, সমুদ্রগামী জাহাজ আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ/আংশিক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটছে, তেমনি অন্যদিকে আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটছে।

(২) **ভারী শিল্পের বিকাশ:** ভারী শিল্পের বিকাশে প্রজ্ঞাপন দ্বারা লিফট, মোটর ভেহিক্যাল স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

(৩) **অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাতে প্রণোদনা প্রদান:** সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কতিপয় খাতে (যথা: রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বেজা, হাইটেক পার্ক, পিপিপি ইত্যাদি) ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

(৪) **কৃষি খাতকে প্রণোদনা প্রদান:** পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহার্য Coconut/Copra Waste এর উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;

(৫) **Tax-GDP বৃদ্ধিকরণ:** অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেক্টরের সক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Tax Expenditure Analysis সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(খ) তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য গৃহীত কার্যক্রম:

(১) **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে:** তথ্য প্রযুক্তি সেবার বিকাশের লক্ষ্যে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, কী-বোর্ড, মাউস, স্পিকার, মডেম, সফটওয়্যার, রাউটার, প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, সার্ভার, প্রিন্টার, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে।

(গ) স্বাস্থ্যখাতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে :

(১) **স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে:** তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রতিবছর বাজেটে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের শুল্কহার ও মূল্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(২) **সমাজ কল্যাণমূলক সেবা:** সামাজিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা, পরিবেশ দূষণরোধকারী কার্যক্রম, সরকারি ও বেসরকারি এতিমখানা, অটিজম সংক্রান্ত সেবা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষদের পড়ার উপকরণ ব্রেইল মুদ্রণের উপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও সম্পূরক শুল্ক হার নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে:

(১) সিগারেট:

পূর্বের মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা (২০২২-২৩)	(সম্পূরক শুল্ক হার) (২০২২-২৩)	মোট করভার (স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জসহ) (২০২২-২৩)	বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা (২০২৩-২৪)	(সম্পূরক শুল্ক হার) (২০২৩-২৪)	মোট করভার (স্বাস্থ্য সুরক্ষা সারচার্জসহ) (২০২৩-২৪)
৪০ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৫৭%	৭৩%	৪৫ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৫৮%	৭৪%
৬৫ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	৮১%	৬৭ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	৮১%
১১১ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	৮১%	১১৩ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	৮১%
১৪২ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	৮১%	১৫০ টাকা ও তদূর্ধ্ব	৬৫%	৮১%

(১) জর্দা ও গুল:

পণ্যে নাম	একক	২০২২-২৩ অর্থবছরে মূল্য	বিদ্যমান মূল্য	২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পূরক শুল্ক হার	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হার
জর্দা	প্রতি দশ গ্রাম	৪০	৪৫	৫৫%	৫৫%
গুল	প্রতি দশ গ্রাম	২০	২৩	৫৫%	৫৫%

কাস্টমস বিষয়ক:
আর্থিক সংস্কার ও সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন রাজস্ব আদায়ের অন্যতম খাত কাস্টমস অনুবিভাগ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৪,৩০,০০০ কোটি টাকা তার মধ্যে কাস্টমস অনুবিভাগ খাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,১০,৭০০ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ২৫.৭৪ শতাংশ। উল্লিখিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে:

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত ও গৃহীতব্য কার্যক্রম:

(ক) সকল LC Station এ ASYCUDA World স্থাপন, অনলাইনে শুল্ক কর পরিশোধ বাধ্যতামূলককরণ, পণ্য আমদানির পূর্বেই মেনিফেস্ট দাখিলসহ নানাবিধ অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণ।

(খ) কাস্টমস কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ২০০৯-২০১৬ সময়ে ওয়েবভিত্তিক ASYCUDA World System চালু করা হয়েছে। পূর্বে ASYCUDA++ চালু ছিল যা ওয়েবভিত্তিক নয়।

(গ) ASYCUDA World System এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, নৌবাহিনী এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার সিস্টেমের ইন্টারফেসিং সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ই-এলসি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ, ডেঞ্জারাস কার্গো মনিটরিং, মেনিফেস্ট ডাটা শেয়ারিং এর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ও কনটেইনার ম্যানেজমেন্ট সহজ হয়েছে।

(ঘ) স্থানীয় কম্পিউটার/আইসিটি হার্ডওয়্যার শিল্পের প্রয়োজনীয় ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(ঙ) কাস্টম হাউজগুলোতে ট্রাক ও কনটেইনার স্ক্যানার স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে মিথ্যা ঘোষণা হ্রাস পাবে এবং আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে।

(চ) ২০১৯ সাল হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Bangladesh National Single Window (NSW) প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ২০২৫ সালে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। এ প্রকল্পের আওতায় আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারের অন্যান্য দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সনদ/অনাপত্তিপত্র একটি Single Platform এ পাওয়া যাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে ৩৯টি সংস্থার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে NSWএর Software development এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্ত:সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান করে আমদানি-রপ্তানি পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুততর করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। আধুনিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর NSW প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হলে বাণিজ্যের গতি বাড়বে এবং ব্যবসার পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়। পাশাপাশি Paperless trade বাস্তবায়নে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাম্প্রতিকালে গৃহীত নীতি:

(ক) দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

১। বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে দেশের শিল্পায়ন দ্রুত করার লক্ষ্যে হাইটেক পার্ক এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের শিল্পসমূহকে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

২। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেয়াতি হারে শিল্পের পণ্য/কাঁচামাল আমদানির সুবিধা প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

৩। সেলুলার ফোন উৎপাদনকারী বা সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ বা কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

৪। স্থানীয় উৎপাদন ও সংযোজনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সুইচ, সকেট, লিফট, প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং, মোল্ড ইত্যাদি উৎপাদনকারী ইন্ডাস্ট্রিজ, কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

৫। মোটরসাইকেলের স্থানীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উক্ত শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৬। সমুদ্রগামী অথবা অভ্যন্তরীণ পণ্যবাহী অথবা যাত্রীবাহী জাহাজ অথবা ড্রেজার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৭। শিল্পখাতের প্ল্যান্ট, মেশিনারি বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর এর রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়েছে।

৮। স্থানীয়ভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যন্ত্রাংশ বা উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

৯। খেলনা প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের খেলনা তৈরির উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

১০। স্থানীয়ভাবে কীটনাশক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ বা কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

১১। স্থানীয়ভাবে কম্প্রেসর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যন্ত্রাংশ বা উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

১২। স্থানীয়ভাবে Active Pharmaceutical Ingredient (API) উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম:

সাধারণ শুল্ক-কর মুক্ত সুবিধায় সুরক্ষা সামগ্রী আমদানি সুবিধা প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন জনহিতকর দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রী ও যন্ত্রপাতিকে বিশেষ মওকুফ আদেশ জারি করা হয়। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, এনজিও প্রতিষ্ঠান CANBE, অরুণাচল ট্রাস্ট, বাংলাদেশ পুলিশ, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, Jack Ma Foundation, এসএসএফ, United Nations Office of Project Service (UNOPS), বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, Save the Children সহ অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ শুল্ক-কর মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

(গ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রণীত উল্লেখযোগ্য নীতি, আইন ও পরিকল্পনা:

ইতিমধ্যে কাস্টমস আইন, ২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ১৩ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে বাংলা ভাষায় প্রণয়নপূর্বক গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে কাস্টমস আইন, ২০২৩ বাস্তবায়নকল্পে আবশ্যক বিধি, এস.আর.ও, আদেশ প্রণয়ন, জারিকরণ, সংশোধন, বাতিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম বাংলা ভাষায় সম্পন্নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আয়কর বিষয়ক:

বর্ণিত নীতি নির্ধারণী ভিত্তির আলোকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে সেগুলোর সূচক ভিত্তিক আলোচনা নিম্নরূপ:

১। স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার শ্রেণির করদাতার হার:

(ক) ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে:

বিদ্যমান কর ধাপ	বিদ্যমান করহার ২০২২-২০২৩	প্রস্তাবিত কর ধাপ	প্রস্তাবিত করহার ২০২৩-২০২৪
৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য	৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকার	৫%	পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকার	৫%
পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকার	১০%	পরবর্তী ৩,০০,০০০/-টাকার	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকার	১৫%	পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকার	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকার	২০%	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকার	২০%
অবশিষ্ট টাকার উপর	২৫%	অবশিষ্ট টাকার উপর	২৫%

(খ) একই সাথে সাধারণ করদাতা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার শ্রেণির করদাতার জন্য করমুক্ত আয়ের বিদ্যমান সীমা নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে:

করমুক্ত আয়ের সীমা	প্রস্তাবিত ২০২৩-২০২৪
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৪ লক্ষ টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৫ লক্ষ টাকা
তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ;

২। ন্যূনতম করহার:

ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং সিটি কর্পোরেশনের বাইরের অন্যান্য এলাকায় কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্য করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম করের বিদ্যমান কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

৩। কোম্পানি করহার:

কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, ফান্ড ও অন্যান্য করারোপণযোগ্য করদাতার বিদ্যমান করহার ও অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪। ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ:

ব্যক্তি করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যের ভিত্তিতে করদাতার সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে নির্ধারিত প্রদেয় আয়করের উপর সারচার্জ আরোপ করা হয়। নিম্নোক্ত ভিত্তি ও হারে সারচার্জ আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা:

প্রস্তাবিত হার (২০২৩-২০২৪)	
৪ কোটি টাকা পর্যন্ত	শূন্য
৪ হতে ১০ কোটি; বা দুইটি মোটরগাড়ির মালিকানা; বা ৮,০০০ বর্গফুট বা তার অধিক গৃহ-সম্পত্তি	১০%
১০ হতে ২০ কোটি	২০%
২০ হতে ৫০ কোটি	৩০%
৫০ কোটি টাকার অধিক	৩৫%

তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী করদাতার সারচার্জ অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫। পরিবেশ সারচার্জ:

কোন ব্যক্তির একাধিক গাড়ি থাকলে একের অধিক যত গাড়ি থাকবে তার উপর নিম্নোক্তহারে সারচার্জ আরোপের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে:

ক্র: নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	হার (টাকায়)
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক	৩,৫০,০০০

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ এবং বাংলাদেশ হইতে আকাশ, স্থল কিংবা জল পথে অন্য কোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে যাত্রী প্রতি নিম্নোক্ত টেবিলে বর্ণিত হারে ভ্রমণ কর আরোপ ও আদায় করার প্রস্তাব করা হয়েছে:

ক্র. নং	ভ্রমণের ধরণ	করের পরিমাণ
১।	আকাশ পথে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, চীন, জাপান, হংকং, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া ও তাইওয়ান গমনের ক্ষেত্রে	৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা
২।	আকাশ পথে সার্কভুক্ত কোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে	২০০০ (দুই হাজার) টাকা
৩।	আকাশ পথে অন্য কোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে	৪০০০ (চার হাজার) টাকা
৪।	আকাশ পথে দেশের অভ্যন্তরে গমনের ক্ষেত্রে	২০০ (দুই শত) টাকা
৫।	স্থলপথে যেকোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে	১০০০ (এক হাজার) টাকা
৬।	জলপথে যেকোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে	১০০০ (এক হাজার) টাকা

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের জন্য ভ্রমণ কর পরিশোধ হতে অব্যাহতির প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা:-

(ক) পাঁচ বৎসর বা তাহার চেয়ে কম বয়সের কোন যাত্রী ভ্রমণ কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে;

(খ) বারো বৎসর পর্যন্ত বয়সের যাত্রীদের ক্ষেত্রে টেবিলে উল্লিখিত হারের অর্ধেক হারে কর আরোপ ও আদায় হইবে;

(গ) নিম্নশ্রেণীভুক্ত যাত্রীগণ বাংলাদেশ হইতে অন্য কোন দেশে গমনের ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন প্রদেয় ভ্রমণ কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবেন, যথা:

(অ) হজ্ব পালনের জন্য সৌদী আরব গমনকারী ব্যক্তি;
(আ) কোন ব্যক্তি যিনি অন্ধ বা ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী বা স্ট্রেচার ব্যবহারকারী পঙ্গু ব্যক্তি;
(ই) জাতিসংঘের কর্মকর্তা ও তাঁহাদের পরিবারের সদস্যগণ;
(ঈ) বাংলাদেশে অবস্থিত কূটনীতিক মিশনের কূটনৈতিক মর্যাদাসম্পন্ন সদস্য ও তাঁহাদের পরিবারের সদস্যগণ;
(উ) বাংলাদেশে কর্মরত বিশ্বব্যাংক, জার্মান কারিগরি সংস্থা এবং জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এর স্টাফ ও তাঁহাদের পরিবারের সদস্যগণ;
(ঊ) বিমানে কর্তব্যরত ক্রু এর সদস্য;
(ঋ) বাংলাদেশের ভিসাবিহীন ট্রানজিট যাত্রী যাহারা বাহাত্তর ঘণ্টার বেশী সময় বাংলাদেশে অবস্থান করিবেন না;
(এ) যে কোন বিমান সংস্থায় কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিক যিনি বিনা ভাড়ায় অথবা হ্রাসকৃত ভাড়ায় বিদেশ গমন করিবেন;

ভ্রমণ কর আদায় আরোপের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান এবং প্রবিধান সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭। Tax Return Preparer (TRP) Rules "আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩" প্রণয়ন;

- আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজিকরণ ও আয়কর রিটার্ন দাখিলে উদ্বুদ্ধকরণে Tax Return Preparer (TRP) Rules "আয়কর রিটার্ন প্রস্তুতকারী বিধিমালা, ২০২৩" প্রণয়ন এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- এই বিধিমালায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি উল্লেখ রয়েছে;

ক) একজন টিআরপি কিভাবে টিআরপি হিসাবে সনদ প্রাপ্ত হবেন;

খ) কিভাবে তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে সম্পর্কিত হবেন;

গ) তিনি কার কার আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন;

ঘ) তার প্রণোদনার পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হবে;

ঙ) কারা সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবেন;

চ) সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রণোদনার পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হবে তা এই বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮। উৎসে করহার যৌক্তিককরণ:

(ক) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, তামাক পাতা, গুলসহ তামাকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ৭% হতে ১০% নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(খ) বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত ভূমি এবং ভূমিতে নির্মিত ভবন, কাঠামো, ইত্যাদি হস্তান্তর হতে যৌক্তিক হারে উৎসে কর হার বৃদ্ধির প্রস্তাব কর হয়েছে।

(গ) কর প্রত্যর্পণ কমাতে স্টিল উৎপাদনের কাঁচামাল ম্যাঙ্গানিজ আমদানিতে উৎস করহার ৩% হতে ২% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত ৩৩ হতে ৫০০ কেভি ক্যাবল সরবরাহে উৎস করহার ৭% হতে ৩% এ হ্রাস করা প্রস্তাব করা হয়েছে।

৯। প্রত্যক্ষ কর ব্যয় (Direct Tax Expenditure):

আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগ বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মাঠ পর্যায়ের বাস্তব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক "প্রত্যক্ষ কর ব্যয়" প্রাক্কলন করেছে, যা আয়কর বিভাগের সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জনকৃত। "প্রত্যক্ষ কর ব্যয়" (Direct Tax Expenditure) বলতে রেয়াত, ছাড়, অব্যাহতি, হ্রাসকৃত হারে করারোপ এবং মোট করযোগ্য আয় পরিগণনা হতে আয় বাদ দেয়াকে বোঝায়। এটি এক ধরনের কর ভর্তুকি। অর্থাৎ এই ভর্তুকি যদি কর হিসেবে আহরিত হতো তাহলে মোট আহরিত করের সাথে এটি যুক্ত হতো এবং করের পরিমাণ বৃদ্ধি হতো। ২০২০-২০২১ অর্থবর্ষের জন্য প্রযোজ্য উক্ত "প্রত্যক্ষ কর ব্যয়" এর মোট প্রাক্কলিত পরিমাণ ১,২৫,৮১৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে কর্পোরেট পর্যায়ে ৮৫,৩১৪ কোটি টাকা এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ৪০,৪৯৯ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে, ২০২০-২০২১ অর্থবর্ষের জন্য এই "প্রত্যক্ষ কর ব্যয়" মোট জিডিপি এর ৩.৫৬%। ২০২৩-২০২৪ এর প্রক্ষেপিত মোট জিডিপি আকার বিবেচনায় নিয়ে চলমান অর্থবর্ষে প্রক্ষেপিত "প্রত্যক্ষ কর ব্যয়" এর মোট পরিমাণ হবে ১,৭৮,২৪১ কোটি টাকা। এর সাথে প্রাক্কলিত ভর্তুকির পরিমাণ যোগ করলে মোট ভর্তুকির পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৮৯,২২৮ কোটি টাকা।

সংযোজনী ৪.২
এক নজরে বাজেট

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত বাজেট	বাজেট	হিসাব
	২০২৩-২৪	২০২৩-২৪	২০২২-২৩
রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান			
রাজস্ব প্রাপ্তি	**৪,৭৮,০০০**	**৪,৯৯,৯৯৫**	**৩,৬৬,৬৫৮**
করসমূহ	৪,২৯,০০০	৪,৪৯,৯৯৮	৩,২৭,৭২৫
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ	৪,১০,০০০	৪,৩০,০০০	৩,১৯,৭৩১
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	১৯,০০০	১৯,৯৯৯	৭,৯৯৪
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৯,০০০	৪৯,৯৯৭	৩৮,৯৩৩
বৈদেশিক অনুদান	**৩,৫০০**	**৩,৯০০**	**২,৭৫২**
মোট	**৪,৮১,৫০০**	**৫,০৩,৮৯৫**	**৩,৬৯,৪১০**
ব্যয়			
পরিচালন ব্যয়	**৪,৫৩,২২৮**	**৪,৭৫,২৮১**	**৩,৬৯,৮৬৪**
আবর্তক ব্যয়	৪,৩৪,০৮৮	৪,৩৬,২৪৭	৩,৫৭,০৯৮
এর মধ্যে সুদ			
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৮৯,৫০০	৮২,০০০	৮২,৬৭০
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১৫,৮০০	১২,৩৩৬	৯,৪৩৭
মূলধন ব্যয়	১৯,১৩৯	৩৯,০৩৪	১২,৭৬৬
খাদ্য হিসাব	-১,২৩৪	৫০২	১,০১৩
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)	২,৪১৭	৮,৪২০	- ২,১৭৮
উন্নয়ন ব্যয়	**২,৬০,০০৭**	**২,৭৭,৫৮২**	**২,০৫,১৫৮**
স্কিম	৪,৩৭৮	৩,৭৬৮	৪,৫৬৮
এডিপি বহির্ভূত বিশেষ প্রকল্প	৭,৮৫৩	৭,৯৮৬	৫,৭৯৫
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,৪৫,০০০	২,৬৩,০০০	১,৯১,৯২৭
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি বহির্ভূত) ও স্থানান্তর	২,৭৭৫	২,৮২৮	২,৮৬৮
মোট-ব্যয়	**৭,১৪,৪১৮**	**৭,৬১,৭৮৫**	**৫,৭৩,৮৫৭**
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	**-২,৩২,৯১৮**	**-২,৫৭,৮৯০**	**-২,০৪,৪৪৭**
(জিডিপির শতকরা হার)	-৪.৬	-৫.২	-৪.৬
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	**- ২,৩৬,৪১৮**	**-২,৬১,৭৯০**	**-২,০৭,১৯৯**
(জিডিপির শতকরা হার)	-৪.৭	-৫.২	-৪.৭
অর্থ সংস্থান			
বৈদেশিক ঋণ-নীট	**৮৬,১৫৩**	**১,০২,৪৯০**	**৭৯,১৫৬**
বৈদেশিক ঋণ	১,১০,৮৫৩	১,২৭,১৯০	৯৬,৬৪৭
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-২৪,৭০০	-২৪,৭০০	-১৭,৪৯১
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১,৪৬,৭৬৬**	**১,৫৫,৩৯৫**	**১,২৪,৩৬১**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	১,৪৬,০৭৬	১,৩২,৩৯৫	১,১৮,০২৫
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	৪,১৪,৫৬৯	৮৬,৫৮০	৫২,৩৩৫
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	-২,৬৮,৪৯৪	৪৫,৮১৫	৬৫,৬৯০
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	৬৯০	২৩,০০০	৬,৩৩৬
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট)	-৭,৩১০	১৮,০০০	-৩,৩৪৭
অন্যান্য (নীট)	৮,০০০	৫,০০০	৯,৬৮৩
মোট অর্থসংস্থান	**২,৩২,৯১৮**	**২,৫৭,৮৮৫**	**২,০৩,৫১৭**
মেমোরেন্ডাম আইটেম: জিডিপি:	**৫০,২৪,৮১৭**	**৫০,০৬,৭৮২**	**৪৪,৩৯,২৭৩**

উৎস: আইবাস ++, অর্থ বিভাগ।